21 OCT 2016

তারিখ 20 OCT 2016
পৃষ্ঠা

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাবি স্মরণিকায় ইতিহাস বিকৃতির তদন্ত শেষ হয়নি

সাড়ে তিন মাস চলে গেছে

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) স্মরণিকায় ইতিহাস বিকৃতির ঘটনার সাড়ে তিন মাস পার হয়ে গেলেও তদন্তে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। কমিটির সদস্যদের সূত্রেই জানা গেছে, তারা শুধু একটি বৈঠক করে কিছু ডকুমেন্ট সংগ্রহ করছেন। এদিকে, সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা তদন্তে বিলম্ব হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত ১ জুলাই ঢাবির ৯৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মৃতি অম্লান' শীর্ষক স্মরণিকার একটি নিবন্ধে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে 'প্রথম রাষ্ট্রপতি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বিষয়টি নজরে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্মরণিকাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে এর সম্পাদক ও ওই নিবন্ধের লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়। ঘটনার দিন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ এবং উপাচার্যের গাড়ি ভাঙচুর করে। এরপর ২১ জুলাই সার্বিক ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীনকে প্রধান করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাজমা শাহীন, সিনেট সদস্য বাহালুল মজনুন চুন্নু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী এ এফ এম মেজবাহ উদ্দিন।

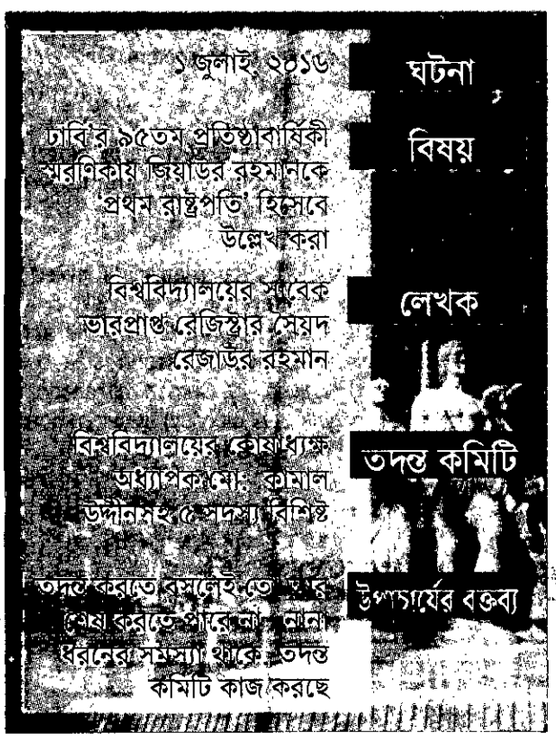

এ বিষয়ে কমিটির প্রধান অধ্যাপক কামাল উদ্দীন বলেন, আমরা ইতিমধ্যে একটি মিটিংয়ে বসেছি এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছি। অনেক তথ্য সহজে প্রাপ্য নয় বলে তদন্তে, আমাদের একটু বিলম্ব হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে আবার মিটিংয়ে বসে করণীয় নির্ধারণ করব।

এদিকে অব্যাহতি পাওয়ার পর সৈয়দ রেজাউর রহমান তার আগের টিএসসির ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরে যোগ দিয়েছেন। তবে তিনি এখন ছুটিতে আছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা পুরোই আস্থাশীল। আমরা মনে করি, যারা এটার সঙ্গে জড়িত কর্তৃপক্ষ তাদের বিচারের আওতায় আনবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান বলেন, এত বড় একটা ইতিহাস বিকৃতির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত তদন্ত করতে পারলো না। এটি খুবই হতাশাজনক। এসময় তিনি আদৌ এই ঘটনার তদন্ত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, তদন্ত করতে বসলেই তো আর শেষ করতে পারে না। নানা ধরনের সমস্যা থাকে। তদন্ত কমিটি কাজ করছে।